আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শহিদদের প্রতি ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা

MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র : ফেব্রুয়ারি ২০২০ : দাম-দশ টাকা

পাটশিল্পের অন্তিম যাত্রা : ফেরার পথ কী পৃষ্ঠা-৭

শ্রমিকের অধিকারসমূহ সংগ্রামের পথেই আদায় করতে হবে পৃষ্ঠা-৮

অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের মানুষ ছিলেন পৃষ্ঠা-১১

Website : www.vanguardonline.info Party Website : www.spb.org.bd /Socialist-Party-of-Bangladesh

শাসক-শোষক, লুটেরাদের রুখতে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য সময়ের দাবি

গণতন্ত্রের লাশের উপর নির্বাচন ব্যবস্থাকে সাজাতে গিয়ে বারে বারে তা জীবিত মানুষের পোষাকসজ্জার বদলে কফিনের কাপড়ের সাজে পরিণত হয়েছে। রাজধানী শহর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তার শেষ দৃশ্য দেখা গেল। ভোট জানাযায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ তো দূরের কথা প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বি দলের মিছিলে অংশ নেয়া কর্মী সমর্থকরা পর্যন্ত ভোট কেন্দ্রমুখী হয়নি। বিরোধী পক্ষকে বাধা দেয়া বারণ করার কথা উঠেছে আর সরকার দলীয় পক্ষ জানা হিসাব নতুন করে কষতে যাওয়ার কসরত করা থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু ফলাফলের ঝুড়ির প্রায় শূণ্যদশা শাসকদলসহ শাসকশ্রেণির কপালে ভাঁজ ফেলেছে। কারণ শাসকশ্রেণি, শাসনব্যবস্থা ও নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অনীহা ও অনাস্থা প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন করা নির্বাচন কমিশন এর বেসুরা আওয়াজ এতটাই অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে যে মানুষ এ জাতের কীর্তনীয়া দল আর চাইছে না। তবে শুধু দল বদল নয় বিষয়ের বদলও চাইছে। রাজনৈতিক ব্যবসায় বিনা পুঁজি কিংবা স্বল্প পুঁজিতে অতিঅল্প সময়ে অবাক করা বিত্তবান বনে যাওয়া যায় বিধায় রাজনীতি ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গেছে। একদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্মচারীদের শাসক সরকারি দলের কর্মচারী বা আমলাতন্ত্রকে কামলাতন্ত্র বানিয়ে রাখা হয়েছে, নিম্ন পদে বসিয়ে রেখেই উচ্চ পদে প্রমোশন দেয়া হচ্ছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বসিয়ে রেখে জনগণের টাকা ও সেবার শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে। অন্যদিকে সামরিক-বেসামরিক বড় আমলাদের অনেকে সারা জীবনের সঞ্চয়ের চেয়েও অবসরকালীন সময়ে তার বহুগুণ কামিয়ে নেয়ার বাসনায় শাসক দলের রাজনীতিতে ভিড় জমাচ্ছে। কর্মরত অবস্থায় তারা প্রশ্নহীন আনুগত্য আর তোষামোদির দৌড় প্রতিযোগিতায় উপর ওয়ালাদের দৃষ্টি কাড়ার দৃষ্টিকটু আচার-আচরণে, বাক্য-ব্যবহারে কুণ্ঠিত না হয়ে অতি উৎসাহী থাকছে। এতে দুর্বল কাঠামোর সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা অধিকমাত্রায় হারাচ্ছে। বৃটিশ আমলের ১৮৬১ সালের বিধানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে লাঠিয়াল ও গণনিপীড়ন বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সৎ, নিষ্ঠাবান পদস্থ কর্মকর্তারা শাসকদের ইচ্ছাবিরোধী আইনানুগ কাজ করতে গেলে অপদস্ত হতে হচ্ছে অথবা অসহায়ত্বের শিকার হয়ে থাকতে হচ্ছে। আর শাসককূলের ইচ্ছা পূরণের এই সুযোগ নিয়ে অনেকে দুর্নীতিকে ভাগ্য বদলের কাজে লাগাচ্ছে। নেতা-নেত্রীর বন্দনা একটানা একঘেয়ে সুরে বেজে চলেছে, এতে দুঃখী মানুষের আর্তনাদ চাপা পড়ে যাচ্ছে। মিথ্যার বাতাবরণ ভেদ করে সত্যের প্রকাশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাদেশের ২ কোটি হতদরিদ্র মানুষের যে কি অবস্থা, চারিদিকে নারীদের জন্য কি ভয়ার্ত পরিবেশ, খোদ রাজধানীতে ৪০ লক্ষাধিক বস্তিবাসী মানুষের অবর্ণনীয় মানবেতর জীবনদশা, পথশিশুসহ ১০ লক্ষাধিক মানুষ যারা বস্তিতেও ঠাঁই না পেয়ে রাস্তায়, রেল স্টেশনে, বাস স্টেশনে, বিভিন্ন গ্যারেজে, হোটেল রেস্তোরা ইত্যাদি মেঝেতে ঘুমায় তাদের খবর কে রাখে? গ্রামে-গঞ্জে কাজ না পেয়ে ঠাঁই হারিয়ে, নদী ভাঙনে, শরীকী বিবাদ, মামলা মোকদ্দমায় সঞ্চয় সামর্থ খুইয়ে, ঘরে-পরিবারে ভাঙনসহ নানা উপদ্রবে যারা কাজের ও বাঁচার আশায় ঢাকা শহরে বস্তিতে মাথা গুঁজেছেন তারাও শাসকদল আশ্রিত গুণ্ডা-মাস্তান-সন্ত্রাসীদের কাছে পুলিশের প্রচ্ছন্ন সহায়তায় জিম্মি হয়ে থাকেন। আবার দফায় দফায় বস্তির আগুনে সামান্য সমম্বলটুকুর পোড়া ভস্মের মাঝে খোলা জমিনে দাঁড়িয়ে হাহুতাশ আহাজারি করে আবার বাঁচার তাগিদে এক জিম্মি দশা থেকে আরেক জিম্মি দশায় পতিত হয়। ঢাকা সিটি নির্বাচনের সপ্তাহখানেক আগে মিরপুরের চলন্তিকা বস্তির ১৫০ ঘর ভস্মীভূত হয়। ৫ মাস আগে এ বস্তিতেই ১৫০০ ঘর পুড়েছিল। হাজার হাজার মানুষের আহাজারি ভোট প্রচারের তাণ্ডবে মিলিয়ে গেল। আবার ভোটের ১ সপ্তাহ পরেই বনানী টিএণ্ডটি বস্তিতে তিনশতাধিক ঘর পুড়ে ছাই। ৫০০০ এর বেশি মানুষ নিঃস্ব হলো। ১০ বছর আগে একবার এই বস্তিতেই আগুন লেগেছিল। এই আগুনও শুধু লাগেনা, লাগানো হয়।

কখনও জমি দখল, কখনও জায়গা-জমিদারি পুনর্দখল। এখানেও বিত্তবান ক্ষমতাবানরা রাজনীতির মাঠের উত্তাপ রাখতে দান-খয়রাতের প্রচারে ত্রাণ কর্তা সাজেন। শাসকশ্রেণি এই অসহায় মানুষদের মানবিক মর্যাদা ও মানসম্পন্ন আশ্রয় যেমন দিতে পারে না, তেমনি কর্মসংস্থানেও যখন অপারগ তখন এই মানুষরা স্বকর্ম সৃষ্টি করে বাঁচার চেষ্টা করে। ন্যায্য কাজ, ন্যায্য মজুরি ও সঠিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে এই অবস্থা লাঘব করার চেষ্টার চেয়েও এদের উচ্ছেদের দিকেই ক্ষমতাসীনদের মনযোগ বেশি থাকে। অমানুষিক শ্রম করেও এদের ১টি বাড়ি করার সামর্থ হয় না অথচ বিনা শ্রমে এদের জিম্মি করে শাসক দল ঘনিষ্ঠ পাতি নেতা দুই ভাইয়ের ২০টি ফ্লাট ও ১৫টি বাড়ির মালিক হওয়ার সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ হয় এবং বিচারের কথাও শোনা যায়। বেসিক ব্যাংক থেকে ৩০০ কোটি টাকা নিয়ে কানাডায় চম্পট দিয়েছে বেলায়েত হোসেন নামের ব্যবসায়ী। রিলায়েন্স ফাইনান্স ও এনআরসি গ্লোবাল ব্যাংকের এমডি প্রশান্ত হালদার আমানতকারীদের পথে বসিয়ে ৩৪০০ কোটি টাকা নিয়ে কানাডায় পাড়ি দিয়েছে। এ ধরনের একটি দুটি ঘটনাকে উপরে তুলে একই ধরনের হাজার হাজার ঘটনাকে চাপা দেয়ার ও জনচক্ষু ও গণরোষের আড়ালে নেয়ার ব্যবস্থা এতে হয়। অক্সফাম প্রতিষ্ঠানের গবেষনায় বলা হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পোষাক শ্রমিকসহ শ্রমিকদের ১০ জনের ৯ জনই পর্যাপ্ত খেতে পায় না, মাস চালাতে হয় ঋণে, ৩ জনের ১ জন সন্তান থেকে দূরে থাকেন। জাপান এক্সাটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের পোষাক শ্রমিকদের মজুরি বিশ্বে সবচেয়ে কম। মালিকেরা তাদের আয়ের ১২ শতাংশ শ্রমিকদের বেতন ভাতায় ব্যয় করেন। তারপরও তাদের সুযোগ সুবিধা প্রার্থনার অন্ত নেই। মিয়ানমার থেকে আসা ৮/১০ লাখ রোহিঙ্গা ফেরৎ যাবার অর্থাৎ তাদের নেয়ার কোন আলামত মিয়ানমারের পক্ষ থেকে নেই। এরা যাবেও না, আবার এদেশেও সঠিকভাবে তাদের সঠিক স্বাভাবিক জীবন প্রবাহও থাকবে না, ১০ লাখ যখন ২০ লাখে যাবে তখন নতুন প্রজন্ম কিভাবে বেড়ে উঠবে, কি পরিণতি পাবে, সবই অস্পষ্ট। কূটনীতির নামে কূটবাচাল কথাবার্তা দিয়ে বিদেশনীতির সাফল্য আসবে না। ভারতের হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠীর এনআরসি, এসিসি'র খড়গ ঝুলছে বাংলাদেশের ঘাড়ের উপর। বোঝার উপরে শাকের আঁটি যে কত ভারী বোঝা হবে তা বলা মুস্কিল। বন্ধুত্বের আশ্বাসে আমাদের শাসকরা বিগলিত। কিন্তু ন্যায্য হিস্যার পানি গলে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা থামছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে সীমান্তে হত্যা বাড়ছে, কিন্তু প্রতিকার কোথায়? ৩ মাসে ১০৩ ভারতীয় জেলে বঙ্গোপসাগরে অবৈধ প্রবেশে (মাছ ধরতে) আটক হয়েছে। আমরা তো তাদের গুলি করে মারিনি। আমরা তা করতে পারি না কারণ আমরা সভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাবি করি। এরা তো মাছ চুরি করতেই এসেছিল। অথচ গরু কিনতে গিয়ে বা অবৈধভাবে সীমান্ত যারা অতিক্রম করলো তাদের আটক করা বা বিচারও করা যেত। কিন্তু হত্যা করা কোন সভ্য দেশ বা জাতির পক্ষে সম্ভব? আমরা দাবি করি ভারত পাকিস্তানের চেয়েও অর্থনৈতিক উন্নতি বেশি। কিন্তু ৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হায়দারাবাদে বলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব দেয়ার প্রস্তাব দিলে বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ তার দেশ ছেড়ে দেবে। উন্নয়নের আকাশে উঠা আমাদের সরকার নীরব। ঘরে-বাইরে সর্বত্র আমাদের দৈন্য দশাকে আমরা নানা আড়ম্বরে যতই ঢাকার চেষ্টা করি তার আসল প্রকাশ যখন প্রকট আকারে বেরিয়ে পড়বে তখন একদল লোক বিদেশে পাচার করা টাকা-সম্পদ অবলম্বন করে পালাবে কিন্তু ১৬ কোটি যাবে কোথায়? অন্ধকারে ঢাকা এক বড় গর্তে গোটা দেশ তাদের নিয়েই পতিত হবে। তাই সময় থাকতে লুটেরা গোষ্ঠী ও তাদের স্বৈরাচারী শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক সকল শক্তিকে জোট বাধতে হবে আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার দিশায়। শেষ পর্যন্ত জনতার জয়ই ইতিহাসের রায়।